কৃষিবিদ ড. কাজী এম বদরুদ্দোজ্জা

মহাপরিচালক (অবসরপ্রাপ্ত), বিএআরআই, গাজীপুর

(মেয়াদকাল : ০৮/০৮/১৯৭৬ থেকে ৩০/০৬/১৯৮৩)

ড. কাজী এম বদরুদ্দোজ্জা বাংলাদেশ কৃষির জীবন্ত কিংবদন্তি। বাংলাদেশের কৃষি গবেষণায় তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখ্যযোগ্য, সরব, গতিময় ও অনুরকরণীয়। তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কৃষিবিজ্ঞানী এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন এই কৃষি ব্যক্তিত্বের অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন সমৃদ্ধির বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হলে সর্বপ্রথম কৃষিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর নেতৃত্বে ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং - ৩২ জারিকরণের মাধ্যমে কৃষি গবেষণার উন্নয়ন ও সমন্বিত কার্যক্রমের পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ নং- ৬২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই) স্বায়ত্ব- শাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এছাড়াও দেশের সকল কৃষি বিষয়ক সংস্থাগুলোর সমন্বয়ের জন্য তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফলশ্রুতিতে বঙ্গবন্ধুর আদেশে ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলও স্থাপিত হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই), বাংলাদেশ ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এবং ইনস্টিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁরই নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ইপসা পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) এবং বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি ইনস্টিটিউট (বিআইএনএ) পুনগঠন করেন। শুধু দেশেই না, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, **International Service for National Agricultural Research (ISNAR)** প্রতিষ্ঠা লগ্নে তাঁর অবদান বাইরের জগতে ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে। **ISNAR** প্রতিষ্ঠার খাতায় তাঁর নামও লেখা রয়েছে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম গভর্নিং সদস্যও ছিলেন তিনি। এছাড়াও ভিয়েতনামের জেনেটিক্স ইনস্টিটিউট, পাকিস্থানের এরিড জোন রিসার্স ইনস্টিটিউট প্রভৃতি স্থাপনেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

বর্ষীয়ান এই কৃষিবিজ্ঞানী তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে মেধা ও পরিশ্রমের দ্বারা বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তিনি ব্রিটিশ বাংলায় উদ্ভিদ প্রজননকারী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এবং পরে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শস্য ও ফসল ব্যবস্থার উন্নতিতে নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। এরপর তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থা (এনআরএস) গঠনে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার আনতে নিজেকে নিযুক্ত করেন। বাংলাদেশে কৃষির যে অবকাঠামো দেখা যায় তার বেশির ভাগই ড. এম বদরুদ্দোজার সক্রিয় উদ্যোগের ফসল। তিনি উচ্চ ফলনশীল ফসলের বিভিন্ন জাত উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর গবেষণার প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের গম ও ভুট্টা ফসলের চাষ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

সম্মানের প্রতীক হিসাবে জনপ্রিয় জাত কাজী পেয়ারা ড. কাজীর নাম অনুসারে নামকরণ করা হয়। দেশি বিদেশি বিভিন্ন সায়েন্টিফিক জার্নাল ও ম্যাগাজিনে তাঁর অনেক গবেষণা নিবন্ধ/পপুলার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তিনি বই এবং মাসিক ম্যাগাজিনে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞান গবেষণা বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে কৃষিক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে বহু পুরস্কার ও খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। পাকিস্তান আমলে তিনি তঘমা- ই- পাকিস্তান এবং তঘমা- ই- ইমতিয়াজ খেতাব লাভ করেন। ১৯৮২ সালে তিনি লাভ করেছিলেন বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুব উল্লাহ কল্যাণ ট্রাস্ট সম্মাননা। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'আমেরিটাস সায়েন্টিক' পদে ভূষিত করেন। কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট ১৯৯১ সালে তাঁকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। ১৯৯৯ সালে কনসালটেটিভ গ্রুপ অব ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচার রিসার্চ ও বিশ্ব ব্যাংক ওয়াশিংটন ডিসিতে তাঁকে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করে। ভারতের বিশ্ব উন্নয়ন সংসদ তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। এছাড়াও বাংলাদেশ হর্টিকালচার সোসাইটি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস রিসার্চ কাউন্সিল, প্লান্ট ব্রিডিং অ্যান্ড জেনেটিক সোসাইটি বাংলাদেশ, আবু হোসেন সরকার মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার, রিসার্স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন সময় স্বর্ণপদকে ভূষিত করে। তিনি ১৯৭৮- ১৯৭৯ সালে বিএআরসির চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রথম বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় বিজ্ঞানীদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ফলে ২০১২ সালের কৃষি গবেষণা ও প্রশিক্ষণে গৌরবময় ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ বাংলাদেশ সরকার ড. এম কাজী বদরুদ্দোজাকে দেশের সবচেয়ে সম্মানিত পুরস্কার স্বাধীনতার পদকে ভূষিত করেন।

ড. কাজী এম বদরুদ্দোজার শিক্ষাজীবন ছিল অতি গৌরবের। তিনি ১৯৪২ সালে মাধ্যমিক এবং ১৯৪৪ সালে উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রী অর্জনের পর ভর্তি হন উপমহাদেশের প্রথম কৃষি কলেজ তেজগাঁওস্থ বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল ইনস্টিটিটিউটে, বর্তমানে যেটি শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সুপরিচিত। সেখান থেকে ১৯৪৮ সালে বিএজি এবং ১৯৫২ সালে এমএজি পাশের পর কর্মজীবন শুরু করেন এগ্রিকালচার রিসার্চ ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ অ্যাসিষ্ট্যান্ট হিসেবে। এরপর 'ফুল ব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানকার বিখ্যাত লা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের পর দেশে ফিরে কৃষি গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বিশ্বের অনেক দুরদর্শী ও খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছিলেন। এদের মধ্যে শান্তিতে নোবেল বিজয়ী ড. নরম্যান ই বোরলগ, ভারতের গ্রীণ রেভুলিউয়েশন এবং কৃষির পথিকৃৎ ড. স্বামীনাথন এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান বিজ্ঞানীগণ উল্লেখযোগ্য।

তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং সিম্পোজিয়ামে যোগদানের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, ব্রাজিল, বুলগেরিয়া, মিশর ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, লেবানন, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, পেরু, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, যুগোশ্লাভাকিয়া, ভারত ফিলিপাইন ও সৌদি আরবসহ পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ ভ্রমণ করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা ০২ ছেলে ও ০১ মেয়ে সন্তানের জনক। স্বনামধন্য এই বিজ্ঞানী ১৯২৭ সালের ০১ জানুয়ারি গাইবান্ধা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩০ আগস্ট ২০২৩ শাহাদাৎ বরণ করেন।